দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0.1 MAY 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

5

চিঠিপত্র

সমস্যার আবর্তে মাদারীপুর আহমদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা

এদেশের দীন দরদী ও সচেতন মুসলনমানদের নিকট মাদারীপুর আহমদিয়া আলীয়া মাদ্রাসাটি একটি ঐতিহ্যবাহী খালেছ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানরূপে খ্যাত। বাংলাদেশের মধ্যে যে কয়টি টাইটেল মাদ্রাসা বৃটিশ শাসনের পর থেকে দেশ ও জাতির বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন সেবায় সুযোগ্য লোক তৈরী করে জাতির সমীপে উপহার দিয়েছে তম্মধ্যে একটি হল বৃহত্তর ফরিদপুর ও তথা অত্র অঞ্চলের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ এই টাইটেল মাদ্রাসা।

ছারছীনার পীর মরহুম আলহাজ্ব নেছারউদ্দীন আহমদ (রঃ)-এর দোয়া ও এজাজতে তারই সুযোগ্য খলিফা পখিরার পীর জনাব আলহাজ্ব মাওঃ নূর মোহাম্মদ সাহেব ১৯৪০ সালে 'আহমদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা' নামকরণ করে এ প্রতিষ্ঠানটি তার পীরের হাতেই বুনিয়াদ স্থাপন করান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মাদ্রাসাটিতে বাংলাশের এমন কতিপয় সুযোগ্য মুহাদ্দিস ও মোদারেরছ দীর্ঘদিন যাবত খেদমত করে এসেছেন, যারা এদেশের ওলামাদের পথিকৃত ও দিশারী। তাদের জীবনের একটি বিরাট অংশ এ মাদ্রাসাটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের যে কয়টি আলীয়া মাদ্রাসাকে সরকারী করার পরিকল্পনার আওতায় নিয়েছিলেন, এটি ছিল তম্মধ্যে তৃতীয় স্থানীয়।

আড়িয়াল খাঁ নদীর করাল গ্রাসেই অর্ধ শতাব্দী ধরে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ মাদ্রাসাটির (১৯৮৪ সালে) সকল অস্থাবর-স্থাবর সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে যায়।

এ করুণ পরিস্থিতিতে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পখিরার পীর সাহেব কেবলারই একজন বিশিষ্ট খলিফা, দানবীর ও সমাজসেবক আবদুল হাই মিরনিয়াবাদী মাদ্রাসটির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মাদারীপুরের শহরের মধ্যেই প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার জায়গা দান করেন। অতীব দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় মাত্র কয়েকজন সমাজ সেবকের প্রেরণায় আপাততঃ দেড়শত ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি ভবন, একটি টিন সেটের মসজিদ এবং পূর্বের মাদার্সাস্থলে জিয়ার আমলে অনুমোদিত একটি বিজ্ঞান ভবন এবং সামান্য আসবাবপত্র নিয়ে শুরু হয় এ মাদ্রাসাটির নতুন যাত্রা। এরশাদ সরকারের নিকট এ করুণ পরিস্থিতি তুলে ধরে বহু আবেদন-নিবেদন করা হল। সাড়া মিললো না, পাওয়া গেল না কোন সরকারী দান-অনুদান।

জাতীয়তাবাদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরও মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় রাষ্ট্রপতির নিকট মাদ্রাসাটির করুণ অবস্থা অবগত করায়ে তেপ্পান্ন লক্ষ টাকার একটি প্লান এসটিমেট তাঁদের নিকট দেয়া হয়েছে। বর্তমান মন্ত্রী পরিষদের অনেক সদস্য এবং জাতীয় পর্যায়ের অনেক নেতৃবর্গ এ মাদ্রাসাটির দুরবস্থা সরেজমিনে দেখে গেছেন। তাদের কাছেও মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনেক অনুরোধ-উপরোধ করা হয়েছে। জানি না কবে তাদের এ জরাজীর্ণ ও সমস্যাকবলিত প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সদয় নজর পড়বে।

আমরা ব্যর্থ মনোরথ না হয়ে পুনরায় মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় রাষ্ট্রপতির শুভ দৃষ্টির প্রত্যাশা করছি। যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটি ন্যুনতম ও নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

—হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ জালালউদ্দীন (মুহাদ্দেস)।